প্রশ্ন 9 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি আলোচনা করো। Fundamental Right
অথবা, চিনের 1982 সালের সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বর্ণনা দাও।

◆ উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযোগী সুযোগসুবিধা রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হলে তাকে অধিকার বলা হয়। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান দ্বারা সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের 1982 সালের সংবিধানেও চিনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি

Scanned with CamScanner

স্বীকৃতি ও সংরক্ষিত হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 33 থেকে 50 নং ধারাগুলিতে চিনা-নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলি হল—

[1] **সাম্যের অধিকার :** চিনের সংবিধানের 33 নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকগণ আইনের দৃষ্টিতে সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, শিক্ষা এবং সম্পত্তিগত মর্যাদা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সকল চিনা-নাগরিকই এই অধিকারটি ভোগ করে।

[2] **নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার :** সংবিধানের 34 নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, পেশা ধর্মবিশ্বাস, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা, সম্পত্তিগত মর্যাদা এবং বসবাসের সময় ইত্যাদি নির্বিশেষে 18 বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকই ভোট দিতে সক্ষম এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে।

[3] **বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত জানানোর অধিকার :** সংবিধানের 35 নং ধারা অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকরা বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নিরস্ত্রভাবে সভা-সমাবেশে জমায়েতের স্বাধীনতা, সংঘ-গঠনের স্বাধীনতা, মিছিল ও বিক্ষোভ জানানোর স্বাধীনতা ভোগ করে।

[4] **ধর্মের অধিকার :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 36 নং ধারা অনুসারে কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থা, গণসংগঠন বা কোনো নাগরিককে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হতে বাধ্য করা যাবে না।

[5] **দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার :** চিনের সংবিধানের 37 নং ধারা অনুসারে, বেআইনিভাবে আটক করা বা অন্য কোনোভাবে নাগরিককে দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। একই সঙ্গে নাগরিকদের বেআইনিভাবে তল্লাশি করাও নিষিদ্ধ।

[6] **ব্যক্তিগত মর্যাদার অধিকার:** চিনের সংবিধানের 38 নং ধারা অনুসারে, কোনো নাগরিককে অপমান করা, কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা এবং মিথ্যা অভিযোগ আনা কিংবা কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রমূলক কাজে যুক্ত থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে নাগরিকদের ব্যক্তি মর্যাদাকে অলঙ্ঘনীয় করা হয়েছে।

[7] **বাসস্থানের অধিকার :** চিনের সংবিধানের 39 নং ধারা অনুসারে নাগরিকদের বাসস্থানের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। নাগরিকদের বাসস্থান বেআইনিভাবে তল্লাশি করা, অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

[8] **চিঠিপত্র আদানপ্রদানের অধিকার :** চিনের সংবিধানের 40 নং ধারায় দেশের নাগরিকদের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের অধিকার ও গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে এবং ফৌজদারি অপরাধের তদন্তের সময় চিঠিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হতে পারে।

[9] **সমালোচনা ও অভিযোগ জানানোর অধিকার :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 41 নং ধারা অনুসারে চিনের নাগরিকরা সরকারি কাজের সমালোচনা এবং বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারে। তবে কোনোভাবে সাজানো বা বিকৃত তথ্যের দ্বারা অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ জানানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

[10] **স্বাধীনভাবে কাজের অধিকার :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 42 নং ধারা অনুসারে চিনের নাগরিকরা স্বাধীনভাবে কাজের অধিকার ভোগ করে। এই অধিকার যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শ্রমে উৎসাহ দান, পেশাগত শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজের ওপর নজর দেবে।

[11] **বিশ্রামের অধিকার :** চিনের সংবিধানের 43 নং ধারা অনুসারে শ্রমজীবী নাগরিকদের বিশ্রামের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এই অধিকার যাতে যথাযথভাবে ভোগ করা যায় সেইজন্য রাষ্ট্র শ্রমের সময় ঠিক করে দেবে এবং ছুটির ব্যবস্থা করবে।

Scanned with CamScanner

[12] **অবসরযাপনের অধিকার :** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 44 নং ধারা অনুসারে চিনের সমস্ত শ্রেণির নাগরিকদের অবসর যাপনের অধিকার আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।

[13] **সাহায্য পাওয়ার অধিকার:** সংবিধানের 45 নং ধারা অনুসারে বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং পঙ্গু ব্যক্তিরা রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে যাতে বৈষয়িক সাহায্য পায় সে ব্যাপারে অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এর অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সামাজিক বিমা ও সাহায্য, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে।

[14] **শিক্ষার অধিকার :** চিনের সংবিধানের 46 নং ধারা অনুসারে শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। একই সঙ্গে মৌলিক কর্তব্য হিসাবেও একে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র শিশু ও তরুণ-তরুণীদের নৈতিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক উন্নতির জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টা করবে।

[15] **সাংস্কৃতিক অধিকার:** সংবিধানের 47 নং ধারা অনুসারে চিনের নাগরিকরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্য, শিল্প সৃষ্টি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের অধিকার ভোগ করে। একই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র যেন এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে।

[16] **নারী–পুরুষের সমানাধিকার:** চিনের সংবিধানের 48 নং ধারায় চিনে নারী ও পুরুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

[17] **বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 49 নং ধারা অনুসারে নারী ও পুরুষ তাদের পছন্দমত ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারে।

[18] **প্রবাসী চিনাদের অধিকার :** সংবিধানের 50 নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র বিদেশে অবস্থিত চিনাদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপসংহার: উপসংহারে বলা যায় যে, চিনের নাগরিকদের এই অধিকারগুলি ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাগরিক-অধিকারগুলি সংবিধানে বিধিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে কার্যকর করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 3 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করো। Fundamental Duties'

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

চিনের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে 42, 46 এবং 49 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলিকে মৌলিক কর্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করা হয়। এই সব ধারায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে। যথা—

[1] 42 নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল কাজ করতে হবে।

[2] সংবিধানের 46 নং ধারা অনুসারে শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

[3] সংবিধানের 49 নং ধারা অনুসারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কর্তব্য হল পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা। তা ছাড়া নাবালক সন্তানদের লালনপালন করা যেমন বাবা-মায়ের কর্তব্য তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের কর্তব্য হল বাবা-মাকে প্রতিপালন করা।

এ ছাড়া যেসব কর্তব্য পালনের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল—

[1] সংবিধানের 51 নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্র, সমাজ ও সমবায়গুলির স্বার্থ এবং অপরাপর নাগরিকদের আইনসংগতি স্বাধীনতা ও অধিকার লঙ্ঘন না করে নিজস্ব স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবে।

[2] সংবিধানের 52 নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হল দেশের সংহতি ও দেশের সকল জাতির মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা।

[3] সংবিধানের 53 নং ধারা অনুসারে প্রতিটি চিনা-নাগরিকের কর্তব্য হল সংবিধান ও আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা, জনগণের সম্পত্তি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, শ্রম-শৃঙ্খলা মান্য করা এবং জনশৃঙ্খলা ও সমাজিক নীতিবোধ যাতে সুরক্ষিত থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা।

[4] চিনের সংবিধানের 54 নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক চিনা-নাগরিকের কর্তব্য হল দেশের নিরাপত্তা, সম্মান ও স্বার্থরক্ষা করা এবং কোনো নাগরিক এমন কোনো কাজ করবে না যা মাতৃভূমির নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্বার্থের দিক থেকে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়।

[5] চিনের সংবিধানের 55 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, দেশকে রক্ষা করা ও সকল রকমের আক্রমণ প্রতিহত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এই কারণে প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক দায়দায়িত্ব পালন ও আধা-সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

[6] চিনের সংবিধানের 56 নং ধারায় বলা হয়েছে যে আইন অনুযায়ী কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

Scanned with CamScanner